তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা-২০১৪

ভূমি সংস্কার বোর্ড
১৪১-১৪৩, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০
ফ্যাক্স ঃ ৯৫৬২২২৭
ই-মেইলঃ alrc1@lrb.gov.bd
ওয়েব-সাইট ঃ www.lrb.portal.gov.bd

মুখবন্ধ

স্বাধীন সার্বভৌম ও প্রগতিশীল রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার, সমতা, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করা সংবিধান স্বীকৃত। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য একটি অন্যতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে তথ্য অধিকার আইন। তথ্য জানার অধিকার দূর্বলতম নাগরিকদেরও ক্ষমতায়িত করতে পারে বিধায়; এ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে দেশের জনগনের প্রকৃত ক্ষমতায়ন সম্ভব।

তথ্য অধিকার আইনের সঠিক প্রয়োগের ফলে সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরী করার প্রয়াসে ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হয়। বিশ্বের ১০৪ টি দেশের মধ্যে এই আইনের প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ১০ম। জনগণ ও সরকারের মধ্যে মেলবন্ধন সৃষ্টি হলে সরকারী কার্যক্রম সম্পর্কে কারো কোন বিভ্রান্তি থাকে না। ফলশ্রুতিতে প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা কর্মচারী কর্তৃক তাদের স্বীয় কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রে গতিশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং জবাবদিহিতা সৃষ্টি হয়।

ভূমি সংস্কার বোর্ড তথ্যের অবাধ প্রবাহে বিশ্বাসী। বোর্ডের কার্যক্রম সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য জনগণের প্রাপ্তির অধিকারকে অধিকতর সহজ করার মানসে 'তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা-২০১৪, ভূমি সংস্কার বোর্ড' প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে বোর্ডের সংশিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

এই নীতিমালা বোর্ডের কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য প্রাপ্তিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

মোঃ মাহফুজুর রহমান
চেয়ারম্যান
ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা।

সূচি

	মুখবন্ধ	
	'তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা-২০১৪, ভূমি সংস্কার বোর্ড' প্রণয়নের জন্য গঠিত কমিটি	
১.	ভূমি সংস্কার বোর্ডের পটভূমি	১
	১.১ তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়নের যৌক্তিকতা/উদ্দেশ্য	২
	১.২ নীতির শিরোনাম	২
২.	আইনগত ভিত্তি	২
	২.১ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	২
	২.২ অনুমোদনের তারিখ	২
	২.৩ নীতি বাস্তবায়নের তারিখ	২
৩.	তথ্য	৩
	৩.১ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	৩
	৩.২ তথ্য প্রদান ইউনিট	৪
	৩.৩ আপীল কর্তৃপক্ষ	৪
	৩.৪ তথ্য কমিশন	৪
	৩.৫ তৃতীয় পক্ষ	৪
৪.	তথ্যের শ্রেণী বিন্যাস এবং তথ্য প্রদান পদ্ধতি	৪
	৪.১ স্বপ্রণোদিত তথ্য	৫
	৪.২ অনুরোধ বা চাহিদার ভিত্তিতে তথ্য প্রকাশ/প্রদান এবং স্বপ্রণোদিতভাবে প্রণীত তথ্যের তালিকা	৫
	৪.৩ কতিপয় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয় এবং এর তালিকা	৫
৫.	তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি	৬
৬.	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ	৭
৭.	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্মপরিধি	৮
৮.	তথ্য প্রদানের সাথে সংশ্লিষ্ট সহায়ক/বিকল্প কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্মপরিধি	৮
৯.	তথ্য প্রদানের পদ্ধতি	৮
১০.	তথ্য প্রদানের সময়সীমা	৮
১১.	তথ্যের মূল্য এবং মূল্য পরিশোধের নিয়মাবলী	৯
১২.	আপীল কর্তৃপক্ষ এবং আপীল পদ্ধতি	৯
১৩.	তথ্য প্রদানে অবহেলায় শাস্তির বিধান	১০
১৪.	তথ্যাদি পরিদর্শনের সুযোগ	১০
১৫.	জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রেস বিজ্ঞপ্তি	১০
১৬.	সংযুক্তি	
	পরিশিষ্ট 'ক' স্বপ্রণোদিত তথ্যের তালিকা	১১
	পরিশিষ্ট 'খ' অনুরোধ/চাহিদার ভিত্তিতে তথ্যের তালিকা	১১
	পরিশিষ্ট 'গ' তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র	১২
	পরিশিষ্ট 'ঘ' তথ্য সরবরাহের অপারগতার নোটিশ	১৩
	পরিশিষ্ট 'ঙ' আপীল আবেদন	১৪
	পরিশিষ্ট 'চ' অভিযোগ দায়েরের ফরম	১৫
	পরিশিষ্ট 'ছ' প্রবিধান-৬ দ্রষ্টব্য	১৬

'তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা-২০১৪, ভূমি সংস্কার বোর্ড' প্রণয়নের জন্য গঠিত কমিটি

(জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

ড. জিশান আরা আরাফুন্নেছা
সদস্য (প্রশাসন), ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা ---------- আহ্বায়ক

জনাব মোঃ আবু মাসুদ
উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা --------- সদস্য

জনাব কে. এম রুহুল আমীন
উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা --------- সদস্য

জনাব কে. এম কবির আহমেদ
ম্যানেজার, ঢাকা নওয়াব এস্টেট---------- সদস্য

জনাব সৈয়দ লোকমান আহমেদ
ম্যানেজার, ভাওয়াল রাজ এস্টেট ---------- সদস্য

জনাব মোঃ রেজাউল কবীর
সহকারী ভূমি সংস্কার কমিশনার, ভূমি সংস্কার বোর্ড ---------- সদস্য

জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান ফারুকী
সহকারী ভূমি সংস্কার কমিশনার, ভূমি সংস্কার বোর্ড ---------- সদস্য

জনাব ফয়েজ আহমেদ
সহকারী ভূমি সংস্কার কমিশনার, ভূমি সংস্কার বোর্ড ---------- সদস্য-সচিব

তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা-২০১৪

ভূমি সংস্কার বোর্ড

১. ভূমি সংস্কার বোর্ডের পটভূমি ঃ

মোঘল শাসকের নিকট থেকে ১৭৬৫ সালে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব স্বত্ত্ব বা 'দেওয়ানী' হস্তগত করার মাধ্যমে বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এতদাঞ্চলে কার্যতঃ শাসন অধিকারই লাভ করে। ঐ সময় রাজস্বের প্রধানতম উৎস ছিল ভূমির কর। রাজস্ব আদায় ও ভূমি প্রশাসন পরিচালনার জন্য ১৭৭২ সালে কোম্পানীর গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস বোর্ড অব্ রেভিনিউ নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। এই বোর্ড নানাবিধ পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিসের প্রবর্তিত 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'- এর মাধ্যমে ভূমি স্বত্বের উপর কেন্দ্রীয় সরকার, জমিদার ও প্রজাদের পারস্পরিক সম্পর্কধারা সৃজন করে। ১৯৫১ সালে জমিদারী উচ্ছেদের পরও বোর্ড তার কিছু কিছু কাজ নিয়ে বহাল ছিল। তবে ততদিনে প্রাদেশিক সরকারের রাজনৈতিক স্তরে গঠিত মন্ত্রণালয় বা বিভাগেরও তত্ত্বাবধানকারী ভূমিকা চালু হয়েছে। স্বাধীনতার পর কেন্দ্রীয়ভাবে ভূমি প্রশাসন, সংস্কার ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। যেটি সাধারণ্যে "রাজস্ব মন্ত্রণালয়" নামে আখ্যায়িত হতো। ১৯৮২ সালে আইন ও ভূমি মন্ত্রণালয়কে একীভূত করে "আইন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়" গঠন করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয় নামে দুটি পৃথক মন্ত্রণালয় গঠিত হয়। ১৯৮৭ সালে ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে ভূমি মন্ত্রণালয় নামকরণ করা হয় যা অদ্যাবধি চালু আছে।

পাশাপাশি ১৯৮১ সালে বোর্ড অব রেভিনিউ এর স্থলে ভূমি প্রশাসন বোর্ড গঠিত হয়। ১৯৮৯ সালে 'ভূমি প্রশাসন বোর্ড' বিলুপ্ত ঘোষণা করে ১ ও ২ নম্বর অধ্যাদেশের ক্ষমতাবলে ভূমি সংস্কার বোর্ড ও ভূমি আপীল বোর্ড গঠন করা হয়। ভূমি সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়ন ও সুষ্ঠু ভূমি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ভূমি সংস্কার বোর্ড আইন ১৯৮৯ মোতাবেক (১৯৮৯ সনের ২৩ নং আইন) একজন চেয়ারম্যান ও দু'জন সদস্য সমন্বয়ে ভূমি সংস্কার বোর্ড গঠন করা হয়। ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে ঢাকায় প্রধান কার্যালয় এবং প্রতিটি প্রশাসনিক বিভাগে একজন করে সাতটি বিভাগে মোট ৭ জন উপ ভূমি সংস্কার কমিশনার- এর মাধ্যমে ভূমি সংস্কার বোর্ডের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। পরবর্তীকালে ২০০৫ সালে ভূমি সংস্কার বোর্ড বিধিমালা প্রণীত হয়।

১.১ তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়নের যৌক্তিকতা/উদ্দেশ্য ঃ

তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ৪ ধারায় বলা হয়েছে যে, কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রত্যেক নাগরিে তথ্য লাভের অধিকার থাকবে এবং কোন নাগরিকের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাকে ত সংরবরাহ করতে বাধ্য থাকবে। এই আইনের আলোকে ভূমি সংস্কার বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলী সম্পা দেশের সকল নাগরিক তাদের চাহিদামত বোর্ডের তথ্য পাওয়ার অধিকারী। ভূমি সংস্কার বোর্ডের কার্যাবলীর মে রয়েছে খাস জমি চিহ্নিতকরণ সংক্রান্ত জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কমিটির কর্মকান্ড পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ তদারকী করা, আন্তঃবিভাগীয় জলমহালের ইজারা প্রদান করা, বিভাগীয় পর্যায়ে ভূমি সংস্কার বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধী উপ ভূমি সংস্কার কমিশনার কার্যালয়ের তত্ত্বাবধান করা, জেলা হ'তে তহসিল পর্যায়ের সকল ভূমি অফিস পরিদর্শন, তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ করা, মন্ত্রণালয়ের নির্দেশক্রমে ভূমি ব্যবস্থাপনার মাঠ প্রশাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগের তদন্ত করা, জেলা হ'তে তহসিল পর্যায়ের সকল ভূমি অফিসের অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তদারকী করা, ভূমি রাজস্ব প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহের বাজেট প্রণয়ন ও ছাড়করণ, ভূমি উন্নয়ন করের সঠিক দাবী নির্ধারণ, ভূমি উন্নয়ন কর আদায় বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মন্ত্রণালয়ভিত্তিক বিভিন্ন সংস্থার বকেয়া দাবী নির্ধারণসহ আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ভূমি উন্নয়ন কর আদায় সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন ভূমি মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরে প্রেরণ।এসব ছাড়া ভূমি সংস্কার বোর্ড কোর্ট অব ওয়ার্ডস (ভাওয়াল রাজ এস্টেট এবং ঢাকা নওয়াব এস্টেট এর ব্যবস্থাপনা ও তদারকী এবং মন্ত্রণালয়ে এতদসংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ এবং উপরি উক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সকল আনুষঙ্গিক কার্যক্রম গ্রহণ করে।

উপরোল্লিখিত কার্যক্রম সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য জনগণের জানার অধিকার রয়েছে। জনগণ এসব তথ্য জানতে পারলে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় অনেক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আসবে।

১.২ নীতির শিরোনাম ঃ

এই নীতিমালা 'ভূমি সংস্কার বোর্ডের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা-২০১৪' নামে অবহিত হবে।

২. আইনগত ভিত্তি ঃ

২.১ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ - সিনিয়র সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

২.২ অনুমোদনের তারিখ - ৩০ নভেম্বর,২০১৪ (সম্ভাব্য)

২.৩ নীতি বাস্তবায়নের তারিখ- ১ ডিসেম্বর,২০১৪ (সম্ভাব্য)

৩. **তথ্যঃ** তথ্য অর্থে কোন কর্তৃপক্ষের গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকান্ড সংক্রান্ত যে কোন স্মারক, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি তথ্য-উপাত্ত, লগ-বই, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও, অংকিতচিত্র, ফিল্ম, ইলেক্ট্রনিক পক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যে কোন ইনস্ট্রুমেন্ট, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে অন্য যে কোন তথ্যবহ বস্তু বা তাদের প্রতিলিপি ও এর অর্ন্তভূক্ত হবে।

তবে শর্ত থাকে যে, দাপ্তরিক নোট সিট বা নোট সিটের প্রতিলিপি এর অর্ন্তভূক্ত হবে না।

৩.১ **দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাঃ** তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য ভূমি সংস্কার বোর্ডের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা-২০১৪ অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয় ভূমি সংস্কার বোর্ড এবং বোর্ডের আওতাধীন বিভাগীয় কার্যালয়সমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)দের দাপ্তরিক পদবী ও ফোন নম্বরসহ ঠিকানা নিম্নে প্রদান করা হলঃ

ক্রমিক	পদবী ও ঠিকানা	দাপ্তরিক ফোন নম্ব	কার্যালয়/ বিভাগ
১.	সহকারী ভূমি সংস্কার কমিশনার প্রশাসন শাখা, ১৪১-১৪৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।	৯৫৬১০১৯	ভূমি সংস্কার বোর্ড মতিঝিল, ঢাকা
২.	উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার, ঢাকা বিভাগ। ১৪১-১৪৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।	৯৫১৩৭৪১	ঢাকা বিভাগ
৩.	উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ। ষোল শহর, ভূমি অফিস, চট্টগ্রাম।	০৩১-৬৫২২৬৫	চট্টগ্রাম বিভাগ
৪.	উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ। ভূমি অফিস, হড়গ্রাম, রাজশাহী।	০৭২১-৭৭২৬৯০	রাজশাহী বিভাগ
৫.	উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার, খুলনা বিভাগ। বিভাগীয় কমিশনার এর কার্যালয়, খুলনা বিভাগ।	০৪১-৭৬২৪৮৮	খুলনা বিভাগ
৬.	উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার, রংপুর বিভাগ। বিভাগীয় কমিশনার এর কার্যালয়, রংপুর বিভাগ।	০৫২১-৫৬০৫৯	রংপুর বিভাগ
৭.	উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার, সিলেট বিভাগ। বহুতলাবিশিষ্ট ভবন (৫ম তলা) দঃ সুরমা, আলমপুর, সিলেট।	০১৭১১১৭৯৭৬	সিলেট বিভাগ

৮.	উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার, বরিশাল বিভাগ। ভূমি কমপ্লেক্স ভবন, পোর্ট রোড, বরিশাল।	০৪৩১-৬৪৪৫৩	বরিশাল বিভাগ
৯.	সহকারী ম্যানেজার ভাওয়াল রাজ এস্টেট, ১৪১-১৪৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।	০১৭১১৬৬৯৫৫৬	ভূমি সংস্কার বোর্ড প্রধা কাযালয়, ঢাকা।
১০.	সহকারী ম্যানেজার ঢাকা নওয়াব এস্টেট ১৪১-১৪৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।	০১৭১২০৩৪৭২৪	ভূমি সংস্কার বোর্ড প্রধান কাযালয়, ঢাকা

৩.২ **তথ্য প্রদানকারী ইউনিটঃ** তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার সমন্বয়ে প্রত্যেকটি কার্যালয়ে তথ্য প্রদানকারী ইউনিট গঠিত হবে। ভূমি সংস্কার বোর্ডের প্রধান কার্যালয়, সাতটি বিভাগীয় কার্যালয় এবং ভাওয়াল রাজ এস্টেট ও ঢাকা নওয়াব এস্টেট তথ্য প্রদানকারী ইউনিট হিসাবে গণ্য হবে।

৩.৩ **আপীল কর্তৃপক্ষঃ** বিভাগীয় কার্যালয়ের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড এবং প্রধান কার্যালয়ের ক্ষেত্রে সিনিয়র সচিব/ সচিব ভূমি মন্ত্রণালয় আপীল কর্তৃপক্ষ হবেন। কোর্ট অব ওয়ার্ডস এর ক্ষেত্রে সভাপতি কোর্ট অব ওয়ার্ডস এর আপীল কর্তৃপক্ষ হবেন।

৩.৪ **তথ্য কমিশনঃ** ভূমি সংস্কার বোর্ড।

৩.৫ **তৃতীয় পক্ষঃ** তথ্য অধিকার আইন- ২০০৯ এর আওতায় যদি কেহ এমন তথ্য দাবী করে যা ভূমি সংস্কার বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কিন্তু অন্য কার্যালয়/ কর্তৃপক্ষের আওতাধীন। এরুপ ক্ষেত্রে উক্ত কার্যালয়/ কর্তৃপক্ষকে তৃতীয় পক্ষ হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে। অনুরুপভাবে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের তথ্য ভূমি সংস্কার বোর্ডের নিকট জমা থাকলে সেটি প্রদানের ক্ষেত্রেও ভূমি সংস্কার বোর্ড তৃতীয় পক্ষ হিসেবে গণ্য হবে।

৪. তথ্যের শ্রেণী বিন্যাস এবং তথ্য প্রদান পদ্ধতি ঃ

তথ্য প্রদান পদ্ধতি তথ্য অধিকার আইনের বিধানাবলী পরিপালন সাপেক্ষে দেশের প্রতিটি নাগরিকের তথ্য পাওয়ার অধিকার আছে এবং নাগরিকের চাহিদা/অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ভূমি সংস্কার বোর্ড তাঁকে চাহিত তথ্য প্রদানে বাধ্য থাকবে। ভূমি সংস্কার বোর্ড, বোর্ডের গৃহীত সিদ্ধান্ত, কার্যক্রম কিংবা সম্পাদিত বা প্রস্তাবিত কর্মকান্ডের সকল তথ্য নাগরিকের নিকট সহজলভ্য করার প্রয়াসে সুচিবদ্ধ আকারে প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা করবে।

৪.১ <u>স্বপ্রণোদিত তথ্য ঃ</u> কর্তৃপক্ষ যখন কোন নাগরিকের অনুরোধ ব্যতীত অর্থাৎ তথ্য না চাইতেই স্বউদ্যোগে তথ্য প্রকাশ বা উন্মুক্ত করে তখন তাকে স্বপ্রণোদিত তথ্য বলে।

তথ্য অধিকার আইনের এই বিধান অনুযায়ী ভূমি সংস্কার বোর্ড সংক্রান্ত জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকারকে অধিকতর সহজলভ্য করার প্রয়াসে ভূমি সংস্কার বোর্ড স্বপ্রণোদিত ও স্বতস্ফুর্তভাবে যে সকল তথ্য প্রকাশ ও প্রচার করবে তা ভূমি সংস্কার বোর্ডের স্বপ্রণোদিত তথ্য। স্বপ্রণোদিত তথ্যের আওতায় তথ্যগুলো বিশেষভাবে পরিশিষ্ট 'ক'-তে উল্লেখ করা আছে।

এ সকল তথ্য ভূমি সংস্কার বোর্ডের ওয়েবসাইট (www.lrb.gov.bd) ও সময়ে সময়ে বোর্ডের নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হবে।

অনুরূপভাবে যেকোন নাগরিকের চাহিদা মোতাবেক যদি কোন তথ্য বোর্ডের ওয়েবসাইট ও নোটিশ বোর্ডে পাওয়া না যায় তাহলে ভূমি সংস্কার বোর্ড প্রধান কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবর (সহকারী ভূমি সংস্কার কমিশনার প্রশাসন, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০) আবেদন করতে পারবেন।

৪.২ <u>অনুরোধ বা চাহিদার ভিত্তিতে তথ্য প্রকাশ/প্রদান এবং স্বপ্রণোদিতভাবে প্রণীত তথ্যের তালিকা ঃ</u>

তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ৭ ধারার বিধানমতে যে সকল তথ্য প্রকাশ ও প্রদান বাধ্যতামূলক নয় এরূপ তথ্য ব্যতীত স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশিত তথ্যসহ অন্যান্য সকল তথ্য ভূমি সংস্কার বোর্ড কোন নাগরিকের আবেদন বা অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ণ বা আংশিক প্রদানে বাধ্য থাকবে (পরিশিষ্ট'খ' তথ্য অধিকার আইনের ৭ ধারার বিষয়াবলী)। ভূমি সংস্কার বোর্ডের স্বপ্রণোদিত তথ্যের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক'তে সংযুক্ত।

৪.৩ <u>কতিপয় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয় এবং এর তালিকা ঃ</u>

তথ্য কমিশন আইনের বিধানাবলীতে যা কিছুই থাকুক না কেন কতিপয় তথ্য যা কোন নাগরিককে প্রদান করতে ভূমি সংস্কার বোর্ড বাধ্য থাকবে না। কোন্ কোন্ তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয় সে তালিকাও আইনের বিধান মোতাবেক ভূমি সংস্কার বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হবে। তথ্যের এ তালিকাটি ভূমি সংস্কার বোর্ড কর্তৃক ৬ মাস অন্তর পর্যালোচনা করে প্রয়োজনে তা সংযোজন/বিয়োজন করা হবে।

নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহ ভূমি সংস্কার বোর্ড কোন নাগরিককে প্রদান করতে বাধ্য থাকবেনা, যথা

(ক) এমন কোন তথ্য যা প্রকাশের ফলে অনুসন্ধানাধীন, তদন্তাধীন বা বিচারাধীন কোন মামলা/ অনুসন্ধান/তদন্তের সুষ্ঠু কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে এরূপ তথ্য;

(খ) এমন কোন তথ্য যা প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন হতে পারে;

(গ) কোন তথ্য যা প্রকাশের ফলে কোন নাগরিকের জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হতে পারে এরূপ তথ্য;

(ঘ) এমন কোন বিষয় যা প্রকাশে কোন আদালত বা ট্রাইবুনালের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে অথবা যা প্রকাশ করলে আদালত অবমাননার শামিল এরূপ তথ্য;

(ঙ) কোন ক্রয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ হবার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা এর কার্যক্রম সংক্রান্ত কোন তথ্য;

(চ) ভূমি সংস্কার বোর্ডকে সহায়তার জন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে প্রদত্ত কোন তথ্য;

(ছ) আইন অনুসারে কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এরূপ তথ্য;

(জ) কর্মকর্তা/কর্মচারীর ব্যক্তিগত নথি, বেতন ভাতাদিসহ সুবিধাদি, বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা (কার্যক্রম সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত) এসব তথ্য;

(ঝ) জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানির কারণ হতে পারে এরূপ তথ্য; এবং

(ঞ) এমন কোন তথ্য যা প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তি বিশেষ বা সংস্থাকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে এরূপ তথ্য;

(ট) আইন দ্বারা সংরক্ষিত কোন ব্যক্তির গোপনীয় তথ্য;

(ঠ) নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষায় প্রদত্ত নম্বর সম্পর্কিত আগাম তথ্য।

৫. <u>তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি ঃ</u>

তথ্য অধিকার আইন- ২০০৯ এর অধীন নাগরিকের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভূমি সংস্কার বোর্ড প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ সংগ্রহপূর্বক তা যথাযথভাবে নিম্নরূপে সংরক্ষণ করবে;

(ক) যথাযথ পদ্ধতি ও মান অনুসরণে তথ্য সংরক্ষণ করবে;

(খ) প্রয়োজনে তথ্য সংরক্ষণের জন্য কার্যকর অভ্যন্তরীণ নীতি ও পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন করবে;

(গ) নাগরিকের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে ভূমি সংস্কার বোর্ডের যাবতীয় যোগাযোগ ও গৃহীত ব্যবস্থা দালিলিক ফরমে হবে;

(ঘ) কম্পিউটারে সংরক্ষণের উপযুক্ত সকল তথ্য যুক্তিসঙ্গত সময়সীমার মধ্যে কম্পিউটারে সংরক্ষিত থাকবে;

(ঙ) স্ব- প্রণোদিত তথ্যসহ অন্যান্য সকল তথ্য (যা প্রকাশে আইনগত বাধা নেই) ভূমি সংস্কার বোর্ডের ওয়েবসাইটে (www.lrb.gov.bd) পাওয়া যাবে;

(চ) তথ্য প্রাপ্তির অধিকারকে অধিকতর সহজ করার প্রয়াসে নাগরিকগণ যাতে ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল ও চাহিত তথ্যাদি সংগ্রহ করতে পারেন, তজ্জন্য ভূমি সংস্কার বোর্ডে উচ্চগতি সম্পন্ন সার্বক্ষণিক ইন্টারনেট সংযোগের সুবিধা বিদ্যমান। এ লক্ষ্যে তথ্যসমৃদ্ধ নিজস্ব ওয়েবসাইট প্রস্তুত করা হয়েছে। সর্বোপরি নিজস্ব mail server সৃজনপূর্বক e-mail-এ যোগাযোগকে ত্বরান্বিত করা হবে;

(ছ) নাগরিককে হাল তথ্য প্রদানে ভূমি সংস্কার বোর্ড সদা তৎপর। একজন কর্মকর্তার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ৩ (তিন) সদস্যের টিম ভূমি সংস্কার বোর্ডের নিজস্ব ওয়েবসাইটে সন্নিবেশিত তথ্য হালকরণে নিয়োজিত থাকবে।

৬. <u>দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ :</u>

ভূমি সংস্কার বোর্ড ও এর অধঃস্তন দপ্তর এবং কোর্ট অব ওয়ার্ডস এর তথ্য সরবরাহের নিমিত্ত তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ১০-ধারার বিধান অনুসারে ভূমি সংস্কার বোর্ডের প্রধান কার্যালয়, কোর্ট অব ওয়ার্ডস এর ম্যানেজারদ্বয়ের কার্যালয় ও বিভাগীয় কার্যালয়সমূহকে পৃথক পৃথক 'তথ্য প্রদান ইউনিট' হিসেবে বিবেচনাপূর্বক প্রতিটি তথ্য প্রদান ইউনিটের জন্য একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হবে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে নাম ও পদবীর ভিত্তিতে নিয়োগ করা হবে এবং বদলী জনিত কারণে স্থলাভিষিক্ত কর্মকর্তাগন নাম ও পদবীর ভিত্তিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের হালনাগাদ তালিকা ভূমি সংস্কার বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

৭. <u>দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্মপরিধি :</u>

- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্যের জন্য আবেদন গ্রহণ ও বাছাই, তথ্য চাহিদাকারীর সাথে যোগাযোগ ও তথ্য অবমুক্তকরণ সম্পর্কে প্রতিবেদন তৈরী করবেন।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা চাহিদাকৃত তথ্যের যুক্তিসংগত মূল্য নির্ধারণপূর্বক তা পরিশোধের জন্য চাহিদাকারীকে অবহিত করবেন।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য সরবরাহ করবেন। তথ্য সরবরাহে অপারগ হলে অপারগতার কারণ উল্লেখপূর্বক ১০(দশ) কার্যদিবসের মধ্যে তথ্য চাহিদাকারীকে তা অবহিত করবেন।
- কোন ইন্দ্রীয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তথ্য চাহিদাকারী হলে তার উপযুক্ত করে তথ্য প্রকাশের ব্যবস্থা করবেন। প্রয়োজনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ বিষয়ে কোন বিশেষজ্ঞের সহায়তা নিতে পারবেন।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ৯-ধারার অধীনে বর্ণিত বিধানসমূহে নির্ধারিত সময়সীমা অনুসরণে বাধ্য থাকবেন।

৮. <u>তথ্য প্রদানের সাথে সংশ্লিষ্ট সহায়ক/বিকল্প কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্মপরিধি :</u>

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দায়িত্বপালনের প্রয়োজনে অন্য কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর সহায়তা কামনা করতে পারবেন। এরূপ

সহায়তা কামনা করা হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী চাহিত সহায়তা প্রদানে বাধ্য থাকবেন।

৯. <u>তথ্য প্রদানের পদ্ধতি ঃ</u>

(ক) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মুদ্রিত অনুলিপি, ফটোকপি, নোট, ইলেকট্রনিক ফরমেট বা প্রিন্ট আউট পদ্ধতিতে তথ্য সরবরাহ করবেন।

(খ) ইন্দ্রীয় প্রতিবন্ধকীকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য লাভে সহায়তা করবেন।

১০. <u>তথ্য প্রদানের সময়সীমা ঃ</u>

(ক) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধ প্রাপ্তির তারিখ হতে অনধিক ২০ (বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করবেন।

(খ) তথ্যের সাথে একাধিক তথ্য প্রদান ইউনিট বা কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্টতা থাকলে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে তথ্য সরবরাহ করবেন।

(গ) তথ্য প্রদানের সাথে তৃতীয় পক্ষের সংশ্লিষ্টতা থাকলে এবং তৃতীয় পক্ষ তা গোপনীয় তথ্য হিসেবে গণ্য করলে, সে ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে তৃতীয় পক্ষকে লিখিত বা মৌখিক মতামত চেয়ে নোটিশ দিবেন। মতামত পাওয়া সাপেক্ষে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা তথ্য প্রদান করবেন অথবা তথ্য প্রদানের অপারগতার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবেন।

(ঘ) তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ৭ ধারায় বর্ণিত তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক নয় কারণসমূহের মধ্যে আবেদনকারীর চাহিত তথ্য অন্তর্ভূক্ত হলে যতটুকু অংশ যৌক্তিকভাবে পৃথক করা সম্ভব ততটুকু অংশ আবেদনকারীকে প্রদান করবেন।

(ঙ) তথ্য প্রদানে অপারগতার ক্ষেত্রে কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদন প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারীকে অবহিত করবেন।

(চ) উল্লিখিত সময়সীমাসমূহের মধ্যে তথ্য প্রদান করা না হলে, তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে মর্মে গণ্য হবে।

১১. <u>তথ্যের মূল্য এবং মূল্য পরিশোধের নিয়মাবলী ঃ</u>

(ক) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদন প্রাপ্তির অনধিক ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে মজুদ তথ্যের মূল্য পরিশোধ করার জন্য আবেদনকারীকে জানাবেন। উক্ত মূল্য তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা ২০০৯ এর তফসিল "ঘ" ফরম (সংযুক্ত) অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

(খ) যদি মূল্য লেখা না থাকে তবে কর্তৃপক্ষ যেরুপভাবে মূল্য নির্ধারণ করবেন; সেভাবে মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

(গ) তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা ২০০৯ অনুযায়ী আবেদনকারী কর্তৃক তথ্যের মূল্য নগদ, মানি অর্ডার, পোস্টাল অর্ডার, ক্রসড চেক অথবা স্ট্যাম্প- এর মাধ্যমে প্রদান করতে হবে।

১২. <u>আপীল কর্তৃপক্ষ এবং আপীল পদ্ধতি ঃ</u>

কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যদি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তথ্য না জানান কিংবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কোন সিদ্ধান্তে সংক্ষুদ্ধ হন, তাহলে তিনি উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর বা সিদ্ধান্ত পাওয়ার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল দায়ের করতে পারবেন।

- ❖ আপীল আবেদনে কারণ উল্লেখপূর্বক সাদা কাগজে বা তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা-২০০৯ এর ফরম ('গ' সংযুক্ত) এ আবেদন করা যাবে।
- ❖ সংশ্লিষ্ট আপীল কর্তৃপক্ষ আপীল আবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আপীল নিষ্পত্তি করবে।

- ❖ আপীল কর্তৃপক্ষ তথ্য অধিকার বিধিমালা-২০০৯ এর ৬ বিধিমতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।
- ❖ দাখিলকৃত তথ্য প্রাপ্তির আপীল সমূহ তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ২৪ এবং ২৮ ধারা অনুযায়ী বিবেচনা করা হবে।
- ❖ আপীল কর্তৃপক্ষের রায়ে সংক্ষুব্ধ হলে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করা যাবে।

আপীল কর্তৃপক্ষ ঃ ভূমি সংস্কার বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়সমূহের আপীল কর্তৃপক্ষ চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ডের আপীল কর্তৃপক্ষ হবেন সিনিয়র সচিব/সচিব ভূমি মন্ত্রণালয়। এছাড়া কোর্ট অব ওয়ার্ডস এর আপীল কর্তৃপক্ষ সভাপতি, কোর্ট অব ওয়ার্ডস (চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড)।

১৩. তথ্য প্রদানে অবহেলায় শাস্তির বিধান ঃ

ভূমি সংস্কার বোর্ডের বা তার বিভাগীয় কার্যালয়সমূহের কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণ ছাড়াই তথ্য প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করলে বা আপীল গ্রহণে অস্বীকার করলে কিংবা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য প্রদানে ব্যর্থ হলে, ভুল, অসম্পূর্ণ, বিভ্রান্তিকর বা বিকৃত তথ্য প্রদান করলে কিংবা তথ্য প্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে এবং কমিশনের নিকট অভিযোগ করা হলে কমিশন তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ২৭ ধারা অনুসারে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

১৪. তথ্যাদি পরিদর্শনের সুযোগ ঃ

ভূমি সংস্কার বোর্ড কর্তৃক প্রণীত বার্ষিক প্রতিবেদনসহ সকল প্রকার প্রকাশনাসমূহ বিনামূল্যে সর্বসাধারনের পরিদর্শনের জন্য সহজলভ্য করবে এবং এসবের কপিসমূহ নামমাত্র মূল্যে বিক্রয়ের জন্য মজুদ রাখবে।

১৫. জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ

ভূমি সংস্কার বোর্ড জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অথবা অন্যকোন পন্থায় প্রচার বা প্রকাশ করবে।

পরিশিষ্ট-'ক'

স্বপ্রণোদিত প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা ঃ

- ভূমি সংস্কার বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো;
- ভূমি সংস্কার বোর্ডের নিয়োগ বিধিমালা;
- ভূমি সংস্কার বোর্ডের কার্যাবলী;
- কর্মকর্তা- কর্মচারীগণের দায়িত্ব;
- বিভিন্ন ধরনের ফরমস;
- বার্ষিক প্রতিবেদন;
- সকল প্রকাশিত প্রতিবেদন;
- ভূমি সংস্কার বোর্ড অধ্যাদেশ ১৯৮৯, ভূমি সংস্কার বোর্ড আইন ১৯৮৯, বিধিমালা ২০০৫, প্রজ্ঞাপন, নির্দেশনা, ম্যানুয়াল ইত্যাদি;
- কোর্ট অব ওয়ার্ডস এ্যাক্ট ১৮৭৯;
- চেয়ারম্যান, সদস্য ও কর্মকর্তাগণের নাম ও যোগাযোগের ঠিকানা;
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী, ঠিকানা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফ্যাক্স নম্বর, ফোন নম্বর ও ই- মেইল ঠিকানা।

পরিশিষ্ট-'খ'

I) অনুরোধ/চাহিদার ভিত্তিতে তথ্যের তালিকা ঃ

- পরিশিষ্ট 'ক'তে বর্ণিত স্বপ্রণোদিত সকল তথ্য;
- তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ৭ ধারায় বর্ণিত কতিপয় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয় (৪.৩ অনুচ্ছেদে বিধৃত) এরূপ তথ্য ব্যতীত অন্যান্য সকল তথ্য যা প্রকাশে আইনগত কোন বাধা নেই)।

II) অনুরোধ/চাহিদার ভিত্তিতে আংশিক প্রদানে বাধ্য তথ্যের তালিকা ঃ

- চাহিত তথ্যের যতটুকু অংশ প্রকাশের জন্য বাধ্যতামূলক নয়; এবং যতটুকু অংশ যৌক্তিকভাবে পৃথক করা সম্ভব ততটুকু অংশ;
- ভূমি সংস্কার বোর্ডের বার্ষিক বাজেটের অনুলিপি।

ফরম 'ক'

তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র

[তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালার বিধি ৩ দ্রষ্টব্য]

বরারব

.....

.....(নাম ও পদবী)

ও

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,

.....(দপ্তরের নাম ও ঠিকানা)

১। আবেদনকারীর নাম ঃ.....

পিতার নাম ঃ.....

মাতার নাম ঃ.....

বর্তমান ঠিকানা ঃ.....

স্থায়ী ঠিকানা ঃ.....

ফ্যাক্স, ই-মেইল, টেলিফোন ও মোবাইল ফোন নম্বর (যদি থাকে) ঃ.....

২। কি ধরনের তথ্য *(প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করুন) ঃ.....

৩। কোন পদ্ধতিতে তথ্য পাইতে আগ্রহী (ছাপানো/ফটোকপি/লিখিত/ ঃ.....
ই-মেইল/ফ্যাক্স/সিডি অথবা অন্য কোন পদ্ধতি)

৪। তথ্য গ্রহণকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ.....

৫।প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ.....

আবেদনের তারিখ ঃ..... আবেদনকারীর স্বাক্ষর

---

* তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর ৮ ধারা অনুযায়ী তথ্যের মূল্য পরিশোধযোগ্য

ফরম 'খ'

[বিধি ৫ দ্রষ্টব্য]

তথ্য সরবরাহের অপারগতার নোটিশ

আবেদনপত্রের সূত্র নম্বর ঃ তারিখ ঃ.....

প্রতি

আবেদনকারীর নাম ঃ.....

ঠিকানা ঃ.....

বিষয় ঃ তথ্য সরবরাহে অপারগতা সম্পর্কে অবহিতকরণ।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার .....তারিখের আবেদনের ভিত্তিতে প্রার্থিত তথ্য নিম্নোক্ত কারণে সরবরাহ করা সম্ভব হইল না, যথা ঃ-

১। .....

.....

২। .....

.....

৩। .....

.....

(.....)

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ঃ

পদবী ঃ

দাপ্তরিক সীল

ফরম 'গ'

আপীল আবেদন

[তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালার বিধি-৬ দ্রষ্টব্য]

বরাবর

.....,

..... (নাম ও পদবী)

ও

আপীল কর্তৃপক্ষ,

.....(দপ্তরের নাম ও ঠিকানা)

১। আপীলকারীর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমহস) ঃ.....

২। আপীলের তারিখ ঃ.....

৩। যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে উহার কপি (যদি থাকে)

ঃ.....

৪। যাহার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে তাহার নামসহ আদেশের বিবরণ (যদি থাকে) ঃ.....

৫। আপীলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ.....

৬। আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুদ্ধ হইবার কারণ (সংক্ষিপ্ত বিবরণ) ঃ.....

৭। প্রার্থিত প্রতিকারের যুক্তি/ভিত্তি ঃ.....

৮। আপীলকারী কর্তৃক প্রত্যয়ন ঃ.....

৯। অন্য কোন তথ্য যাহা আপীল কর্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থাপনের জন্য আপীলকারী ইচ্ছা পোষণ করেন ঃ.....

তারিখ ঃ.....

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

ফরম 'ক'

অভিযোগ দায়েরের ফরম

[তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত) প্রবিধিানমালার প্রবিধান-৩(১) দ্রষ্টব্য]

বরারব
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।

অভিযোগ নং.....

১। অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ) ঃ.....

২। অভিযোগ দাখিলের তারিখ ঃ.....

৩। যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহার নাম ও ঠিকানা ঃ.....

৪। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (প্রয়োজনে আলাদা কাগজ সন্নিবেশ করা যাইবে) ঃ.....

৫। সংক্ষুদ্ধতার কারণ (যদি কোন আদেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ আণয়ন করা হয় সেইক্ষেত্রে উহার কপি সংযুক্ত করিতে হইবে)ঃ.....

৬। প্রার্থিত প্রতিকার ও উহার যোক্তিকতা ঃ.....

৭। অভিযোগ উল্লিখিত বক্তব্যের সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রের বর্ণনা (কপি সংযুক্ত করিতে হইবে) ঃ.....

সত্যপাঠ

আমি/আমরা এই মর্মে হলফপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, এই অভিযোগ বর্ণিত অভিযোগকৃত আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

(সত্যপাঠকারীর স্বাক্ষর)

ফরম 'গ'

[প্রবিধান-৬ দ্রষ্টব্য]

জবাব

তথ্য কমিশনের অভিযোগ নং.....।

১। অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ.....

২। অভিযুক্তের নাম ও ঠিকানা ঃ.....

৩। অভিযোগের মূল বিষয়বস্তু (সংক্ষিপ্ত আকারে) ঃ.....

৪। জবাবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (প্রয়োজনে আলাদা কাগজ সন্নিবেশ করা যাইবে) ঃ.....

৫। জবাবের সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের বর্ণনা (কপি সংযুক্ত করিতে হইবে) ঃ.....

সত্যপাঠ

আমি/আমরা এই মর্মে হলফপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, এই অভিযোগ বর্ণিত অভিযোগকৃত আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

(সত্যপাঠকারীর স্বাক্ষর)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি সংস্কার বোর্ড
শাখা-১(প্রশাসন)
১৪১-১৪৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
www.lrb.gov.bd

পরিপত্র

নং ৩১.০২.০০০০.০১১.০৯.০০১.১৪. ২৭৫

তারিখ ঃ ১১ চৈত্র, ১৪২১
২৫ মার্চ, ২০১৫

বিষয় ঃ ভূমি সংস্কার বোর্ড কর্তৃক প্রণীত 'তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা ২০১৪' অনুসরণে কার্যক্রম গ্রহণ সংক্রান্ত ।

বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার, সমতা, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করা সংবিধান স্বীকৃত। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য একটি অন্যতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে তথ্য অধিকার আইন। তথ্য জানার অধিকার দুর্বলতম নাগরিকদেরও ক্ষমতায়িত করতে পারে বিধায়; এ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে দেশের জনগণের প্রকৃত ক্ষমতায়ন সম্ভব।

২। তথ্য অধিকার আইনের সঠিক প্রয়োগের ফলে সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরী করার প্রয়াসে ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হয়। ভূমি সংস্কার বোর্ড তথ্যের অবাধ প্রবাহে বিশ্বাসী। বোর্ডের কার্যক্রম সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য জনগণের প্রাপ্তির অধিকারকে অধিকতর সহজ করার মানসে ভূমি সংস্কার বোর্ডের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা, ২০১৪ প্রণয়ন করা হয়েছে। যা ভূমি সংস্কার বোর্ডের কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য প্রাপ্তিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

৩। ভূমি সংস্কার বোর্ড ও বোর্ডের আওতাধীন দপ্তর/অফিসসমূহের কর্মকাণ্ডে অধিকতর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি কাঙ্খিত সেবার মানোন্নয়নে ভূমি সংস্কার বোর্ডের "তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা, ২০১৪" অনুসরণে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহনের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি ঃ বর্ণনা মোতাবেক-
"তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা, ২০১৪" ১০ (দশ) পাতা।

২৫/৩/২০১৫

(মোঃ মাহফুজুর রহমান)
(সচিব)
চেয়ারম্যান
ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা
ফোন ঃ ৯৫৬৬৭৩৭
ই-মেইল- chairman@lrb.gov.bd

প্রাপক ঃ
১। সদস্য (প্রশাসন/ভূঃব্যঃ), ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা
২। উপ ভূমি সংস্কার কমিশনার-১/২/৩, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা
৩। উপ ভূমি সংস্কার কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/ বরিশাল/সিলেট/রংপুর বিভাগ
৪। ম্যানেজার, কোর্ট অব ওয়ার্ডস, ভাওয়াল রাজ এস্টেট/ঢাকা নওয়াব এস্টেট
৫। সহকারী ভূমি সংস্কার কমিশনার-১/২/৩/৪/৫/৬, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা
৬। চেয়ারম্যান এর একান্ত সচিব, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৭। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা
৮। জনাব অজয় কৃষ্ণ সাহা, পি.এ টু সদস্য (ভূঃব্যঃ), তাঁকে বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধ করা হলো।

E:\My Documents\Secion-1_2015.doc